প্রাথমিকে স্কুলছুট রোধ সম্ভব

প্রাথমিকে স্কুলছুট রোধ সম্ভব

উদঙ্গের অভিজ্ঞতা

পৃষ্ঠপোষকতায়
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায়,সভাপতি
ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট
উদঙ্গ ঃ হাওড়া

জুন ২৩, ১৯৯৮

অনুবাদ ঃ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়,অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রাথমিকে স্কুলছুট রোধ সম্ভব

উদঙ্গের অভিজ্ঞতা

পৃষ্ঠপোষকতায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক

ভারত সরকার

অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায়,সভাপতি

ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট

উদঙ্গ ঃ হাওড়া

জুন ২৩, ১৯৯৮

অনুবাদ ঃ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশনা ও বিতরণ ঃ রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ,পশ্চিমবঙ্গ

ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট
উদঙ্গ ঃ হাওড়া

অনুবাদক ঃ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ,

ইংরাজি মূল গ্রন্থটি ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, উদঙ্গ, হাওড়া কর্তৃক প্রকাশিত
বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটি ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ,
২৫/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
প্রিন্ট মিডিয়া, ১১/১ দূর্গা পিথুরী লেন, কলকাতা ৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রাক্ কথন

উদঙ্গ এবং তার চারপাশের ২০টি গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে আগত ৪৩টি গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া ৬,৪০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে চার বছর ধরে এই গবেষণা করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমিয়ে আনা। এই পরীক্ষা সার্থকভাবে প্রমাণ করছে যে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ বহুল পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব।

সার্বিক গ্রামীণ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি গড়ে তোলার বৃহত্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার এটি একটি অংশ মাত্র। অতএব এক বিদ্বজ্জনের সাধারণ গবেষণা অভিযানের থেকেও এটি অধিকতর কিছু। এতে বৌদ্ধিক এবং আবেগ এই দুই রকম উপাদানের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। যেহেতু এই গ্রামপুঞ্জের পরিবেশ আমাকে লালিত এবং শিক্ষিত করেছে তাই এর সঙ্গে আমার আবেগের প্রশ্ন জড়িত। এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ১৭০ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক - যাঁরা অনেকেই আমাকে শিক্ষাদান করেছিলেন অথবা আমার সহপাঠী, এমনকি আমার ছাত্রও ছিলেন। এছাড়াও জড়িত ছিলেন কয়েক হাজার পিতামাতা যাঁদের আমি শৈশব কাল থেকে অন্তরঙ্গভাবে চিনি। এক অর্থে এটি এক জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত গল্প।

এই গবেষণা শুরু হয়েছিল আমাদের নিজেদের উদ্যোগে। আর্থিক সম্বল বলতে ছিল আমাদেরই মধ্যেকার কয়েকজনের মাসিক বেতনের অংশ। ধীরে ধীরে সাহায্যের হাত প্রসারিত হয়। নতুন দিল্লীস্থ 'দি মাদারস্ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্ব (pilot phase) পরিচালনায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেছিল। কিন্তু মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সাহায্য না পেলে প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষের সার্বিক সময় অতিবাহিত করা একদল শিক্ষার্থীকে নিয়ে বৃহত্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার স্বপ্ন আমার অপূর্ণই থাকত। তৎকালীন ও বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব যথাক্রমে শ্রী এস. ভি. গিরি এবং শ্রী পি. আর. দাশগুপ্ত এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে শুধুমাত্র উৎসাহীই ছিলেন না, উপরন্তু তাঁরা যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। আমি শ্রী গিরি ও শ্রী দাশগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণা সফল হওয়ার প্রাথমিক কারণ প্রকল্পের কর্মীবাহিনী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্দীপনা ও অকুণ্ঠ সাহায্য। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার শিক্ষক শ্রী সুচন্দন পোড়েল, আমার বন্ধুরা- বিশেষতঃ শ্রী রাজকুমার প্রামাণিক এবং আমার ছোট ভাই প্রবর মুখার্জীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ - এঁরা সকলে দীর্ঘ চার বছর ধরে 'জাহাজ ভাসিয়ে রাখা'র মত শ্রমসাধ্য এই গবেষণার কাজ আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

'অল ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন ফর এডুকেশনাল টেকনলজি'-র তরফে ডঃ (শ্রীমতি) কৈলাশ খান্না প্রশাসনিক সহায়তা দান করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শিক্ষা বিষয়ক এবং সাংগঠনিক স্তরে ডঃ মধু পরহরের সাহায্যের কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের এটি একটি পূর্বাভাস মাত্র। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি মূলতঃ নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকার, সরকারী প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে তাঁরা এই পরীক্ষানিরীক্ষার ধরণ এবং ব্যয়-প্রাপ্তির (cost-benefit) বিষয়ে উৎসাহিত হন এবং গবেষণা পরিকল্পনার কারিগরী বিষয়ে গবেষকদের উপর আস্থা রাখেন।

উদঙ্গ, হাওড়া
জুন ২৩, ১৯৯৮

মর্মর মুখোপাধ্যায়

অনুবাদকের কথা

স্কুল ছুট তথা ড্রপ-আউট ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। স্কুল ছুটের কারণ নিয়ে নানা গবেষণা হলেও স্কুল ছুট রোধ করা নিয়ে যদি আদৌ কোন গবেষণা হয়ে থাকে তা সংখ্যায় খুবই নগণ্য। সেদিক থেকে দেখতে গেলে হাওড়া জেলার উদঙ্গ ও তার সন্নিহিত গ্রামে স্কুল পরিত্যাগ রোধ করার জন্য চারবছর ব্যাপী যে ফলিত গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা হয় তা শিক্ষার সার্বিক প্রসারের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ প্রকল্প বলেই আমি মনে করি। এই প্রকল্পের মূল স্থপতি অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায়, সিনিয়র ফেলো, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল প্ল্যানিং এ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নতুন দিল্লী এবং তার সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা গুণী ব্যক্তিরা ছাড়াও হাওড়া রুরাল টির্চাস ফোরাম এবং ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, উদঙ্গ, এই দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও ছিল। এঁরা সকলে মিলে দেখিয়েছেন যে খেলাধূলা, গান ও শরীরচর্চা প্রাত্যহিকভাবে চালু করার মাধ্যমে স্কুলকে আকর্ষণীয় করে তুললে বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমানো তথা প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাঁদের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি ইতিমধ্যেই ইংরাজিতে প্রকাশিত। এই প্রতিবেদনের বাংলা অনুবাদ ও তার প্রকাশনার সুযোগ আসতে সেটি গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি। কারণ অন্ততঃ এটুকু কাজের মাধ্যমে অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগীদের বিশাল ও মহৎ কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ হারাতে চাই নি।

রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ইতিমধ্যেই উদঙ্গ গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের রচনা করা 'খেলায় ও গানে আনন্দপাঠ' নামে একটি বই প্রকাশ করে রাজ্যের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই বইয়ের মূল বিষয়বস্তু হল প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম ভিত্তিক স্বরলিপি সহ গান ও ছড়া এবং শিশুদের উপযোগী খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদির পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী। ফলতঃ বিদ্যালয় পরিত্যাগের ক্ষেত্রে এই বইটি একটি কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই বইটি রচনার মূলে যে মননশীল চিন্তা, অধ্যবসায় ও সাংগঠনিক দক্ষতা জড়িত তাঁর পরিচয় পাওয়ার জন্য উদঙ্গ গবেষণা প্রকল্প নিয়ে অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায়ের লেখা ' প্রাইমারী স্কুল ড্রপ আউট ক্যান বি এ্যারেস্টেড্' প্রতিবেদনটি পড়া একান্তভাবে জরুরী। তাই সাধারণ মানুষের মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতার কথা ভেবে ইংরাজিতে লেখা ঐ প্রতিবেদনটি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে সেটি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের তরফে আমার এই প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্র কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

এই কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক মর্মর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ফাল্গুনী চক্রবর্তী এবং রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কর্মীবৃন্দ। এঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে জানাই যে যদিও উদঙ্গ গবেষণা প্রকল্প নিয়ে মূল ইংরাজি প্রতিবেদনে অভিব্যক্ত মতামতের জন্য প্রতিবেদকই একান্ত ভাবে দায়বদ্ধ, কিন্তু অনুবাদের ভুল ত্রুটির দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত।

২৯ শে অক্টোবর, ১৯৯৮

ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

প্রাথমিকে স্কুল ছুট রোধ সম্ভব
উদঙ্গের অভিজ্ঞতা

পশ্চাদ্‌পট

ভবিতব্যের সঙ্গে সংযোগ সাধনের শুরুর দিন থেকেই ন্যূনতম শিক্ষার সার্বিক বিস্তার আমাদের এক প্রিয় স্বপ্ন হয়ে আছে। প্রাথমিক অথবা বুনিয়াদি শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলগত দোদুল্যমানতার জন্য শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তার সম্ভব হয়নি। স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেছে। সর্বজনীন শিক্ষার তিনটি স্তম্ভ আছে।

- সর্বজনীন ভর্তি,
- প্রাথমিক পর্বের সর্বস্তরে সার্বিক ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ধরে রাখা,
- সর্বজনীন ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য দক্ষতা প্রদর্শন

৮৫ শতাংশ নীট ভর্তি হওয়ার অনুপাত ভারতবর্ষের মত দেশের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য; বস্তুতঃ তা সার্বিক ভর্তিকরণের কাছাকাছি। কিন্তু জাতীয় স্তরে গড়ে ৪৯ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বিদ্যালয় পরিত্যাগের ফলে কার্যকরী ভর্তিকরণ ৫০ শতাংশের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যসূচি (ডিপিইপি) এর ভিত্তিরেখা (base line) সমীক্ষায় দেখা যায় যে কেরালা এবং মহারাষ্ট্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতেও প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতার মান নিম্নস্তরের। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের গুণগত মানের প্রশ্ন ছাড়াও বিদ্যালয়-পরিত্যাগের উচ্চ হার এবং বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতি কোন সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে না। অর্থাৎ, সর্বজনীন শিক্ষার তিনটি স্তম্ভের মধ্যে দুটি হয় অনুপস্থিত, অথবা এতই দুর্বল যে তা স্বপ্নের ইমারতকে ধরে রাখতে সক্ষম নয়। অতএব বিদ্যালয় পরিত্যাগ রোধ করা, দ্বিতীয় স্তম্ভটি গড়ে তোলার তুল্য। আশা করা যায় যে দ্বিতীয় স্তম্ভটির ভিত্তিতে তৃতীয় স্তম্ভটি গড়ে উঠবে।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ সংক্রান্ত অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সেগুলির বিস্তৃত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১] কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগ রোধ করার পদ্ধতি বিষয়ে কার্যকরী পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি আদৌ হয়ে থাকে, তা হলে তা সংখ্যায় নগণ্য। গ্রাম্য দরিদ্র পরিবার থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ প্রতিরোধ কল্পে ভারতবর্ষের প্রথম অনন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণাগার হল উদঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম)। চার বছর ব্যাপী এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

১. শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার এম. বি বাখ এবং এন. সি. ই. আর. টি. কৃত ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৭ সালের পাঁচটি পারস্পরিক সমীক্ষায় এই সত্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়।

- ৬,৩০৪ জন শিশু,
- ১৫২ জন প্রাথমিক শিক্ষক,
- প্রকল্পের কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ২০ জন কর্মহীন যুবক/যুবতী
- অন্যান্য গ্রামের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং খেলাধূলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা।

এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলস্বরূপ,

- বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে,
- বিদ্যালয়-পরিত্যাগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে,
- দক্ষতা প্রদর্শনের মান উন্নত হয়েছে,
- বিদ্যালয়ে শিক্ষা, সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক ও আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়েছে,
- শিক্ষকরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন,
- সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিকটবর্তী হয়েছে,
- কর্মহীন যুবক/যুবতীদের অন্তর্নিহিত সম্পদ বিদ্যালয়ের রূপান্তর সাধনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

যাত্রা শুরু

বিকেন্দ্রীকরণ এক নতুন ধরতাই বুলি। কিন্তু তার কোনো ঐন্দ্রজালিক শক্তি নেই এবং তা সব সমস্যার সমাধানও নয়। বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার সাফল্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উপর নির্ভর করে। সেগুলির বৈশিষ্ট্য হল,

- স্থানীয় নেতৃত্বের যোগ্যতা গড়ে তোলা,
- কার্যনির্বাহকগণ এবং নেতৃত্বকে প্রথাগত সীমাবদ্ধ চিন্তা ও আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা (মুক্তি),
- হস্তক্ষেপকে গ্রহণীয় করার পরিবেশ গড়ে তোলা, এবং
- কর্মীদল গড়ে তোলা।

এ-ধরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজ সময়সাপেক্ষ। যদিও এই পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে, কিন্তু সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু ক্রিয়াকলাপ শুরু করা হয়েছিল ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকেই। সেই সব কর্মতৎপরতার কতকগুলি হল ঃ

- ১৯৮৫ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত কারিগরী বিষয়ে উদঙ্গে এক বিরাট জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষ থেকে ১৫০ এরও বেশী প্রতিনিধি তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এই কৃতিত্বকে স্নেহভরে 'গ্রামীণ গোঁয়ার্তুমি' নাম দেওয়া হয়েছিল, কেন না তখন উদঙ্গ আসার জন্য গাড়ী চলাচলের রাস্তাও ছিল না। তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলন চলাকালীন হাজার হাজার গ্রামবাসী প্রত্যক্ষ করেছিলেন কম্প্যুটার নামক এক কুহক যন্ত্র।

- ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হওয়ার আগে 'চ্যালেঞ্জ অব এডুকেশন' নামে যে রোগ নির্ধারক দলিলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল তা নিয়ে শিক্ষক, সাংবাদিক, কৃষিজীবি প্রভৃতি অনেক মানুষ এক সারাদিন ব্যাপী আলোচনা সভায় বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যে গ্রামে 'সাইক্লোস্টাইল' করার কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি, সেই গ্রামেই সকলে মিলে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, স্টেনসিল কেটে এবং শেষে প্রতিবেদনটি সাইক্লোস্টাইল করে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

• সম্মেলন চলাকালীন প্রথম কম্প্যুটার সম্পর্কে অবহিতির পর আমরা গ্রামীণ যুবক/যুবতীদের প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে একটি কম্প্যুটার কিনেছিলাম। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে আরও বড় কারণ ছিল শহরের একচেটিয়া আধিপত্য এবং গ্রামীণ জনগণের প্রতি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিপক্ষে আদর্শগত বির্তক উত্থাপন করা।

• ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক বিভাগের সহায়তায় সর্বপ্রথম পৃথিবীর এই অংশে অর্থাৎ উদঙ্গ ও তার সন্নিহিত ২০ টি গ্রামের ৪৮,৫১৭ জন অধিবাসীর সুসংহত কম্প্যুটার কৃত তথ্য ব্যবস্থা (comprehensive computerised information system) গড়ে তোলা হয়েছিল। এই তথ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, আবাসন ও শৌচ ব্যবস্থা, শিক্ষা, পশুপালন, ফসল চাষের ধরণ সহ অর্থনৈতিক কাজকর্মের ১২৭ রকম বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত হয়েছে, এই তথ্য ব্যবস্থা পরিচালনা করেন স্থানীয় শিক্ষক এবং গ্রামীণ যুবক/যুবতীরা। গ্রামের যে অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কম্প্যুটার কেন্দ্রটি সেখানে অবস্থিত। শুরুতে এটি একটি মাটির চালাঘরে ছিল, পরে তাকে সকল আবহাওয়ায় ব্যবহারের উপযুক্ত একটি ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই তথ্য ব্যবস্থা অণু-পরিকল্পনা (micro planning) এবং হস্তক্ষেপের (intervention) নীতি নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

• ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের সহায়তায় গ্রামের দুর্বলতর অংশের কর্মহীন যুবক/যুবতীদের রাজমিস্ত্রির কাজ, খাবার প্রক্রিয়াজাত করণ, বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং মেরামতি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামতি, জৈবগ্যাস উৎপাদন ইত্যাদি কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে কর্মহীনদের জন্য কর্মসৃষ্টি হয়েছিল এবং সমাজে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মিটেছিল।

• প্রাথমিক শিক্ষকদের বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য অনেকগুলি একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

• গ্রামীণ উন্নয়নের এই নতুন আদর্শ নিয়ে গবেষণার জন্য দেশ বিদেশ থেকে আগত নানা বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিকদের আতিথ্যে বরণ করেছে উদঙ্গ গ্রাম।

• গ্রামের কাজকর্মের প্রতিবেদন টেলিভিশন, বেতার এবং সংবাদপত্রে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার 'স্যান জোস নিউজ,' প্রথম পাতায় বড় আকারে উদঙ্গ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করেছে।

স্কুলছুট

কম্প্যুটারকৃত তথ্য ব্যবস্থায় একটি বিশেষ তথ্য ছিল বিদ্যালয় পরিত্যাগ সংক্রান্ত। বয়স নিরপেক্ষে গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁরা প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁদের কাছে তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। বেশীরভাগ মানুষ যে কারণ উল্লেখ করেছিলেন তা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁরা বলেছিলেন যে "স্কুল যেতে ভাল লাগে না"।

হাওড়া রুরাল টিচার্স ফোরাম (এইচ আর টি এফ-একটি নথিভুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, উদঙ্গ যার প্রধান কার্যালয়) কর্তৃক স্থাপিত দি ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট, গ্রামপুঞ্জের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং বিদ্যালয় ভাল না লাগার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অনেক বিতর্কের শেষে বিদ্যালয়ে গান-বাজনা, খেলাধূলা এবং শারীরিকসক্রিয়তা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় স্থানীয় ভাবে নিজেদের মধ্যে কয়েকজনের আর্থিক দান সম্বল করে, পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একজন সংগীত প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে। ফলাফল সুস্পষ্ট এবং উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু শুধু

স্থানীয় অর্থ সংগ্রহ করে এই পরিকল্পনা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। নতুন দিল্লীস্থ মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের আর্থিক আনুকুল্যে আরও কয়েকমাস কর্মসূচীটি সঞ্জীবিত থাকে এবং খেলাধূলার ব্যবস্থাও যুক্ত হয়। অচিরেই এই কর্মকান্ড কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্ত্রক চারবছর আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষাসচিব উদঙ্গ প্রকল্প অধিকর্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় এই পরীক্ষানিরীক্ষাকে আরো বিস্তৃত করার উপর জোর দেন যাতে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং ৩০/৪০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রকল্পের অধীনে আনা যায়। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই পরীক্ষা নিরীক্ষাকে একটি আদর্শ (model) হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা এবং তা পরীক্ষা করে দেখা।

চারবছর ব্যাপী গবেষণা সদ্য শেষ হয়েছে। যদিও মেঠো স্তরে এত বৃহদাকার পরীক্ষার জটিলতা সুপ্রচুর, তবু এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান পরিবেশ সম্বন্ধিত হস্তক্ষেপের (pedagogy related intervention) মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমানো এবং বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা। বাকী সু ফল নেহাতই পরিধিস্থ বা ঘটনাক্রমিক। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে আমরা কি শিখলাম?

ফলাফল

এই পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় রকমেরই ফল পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পরিণাম নিম্নরূপ ঃ

বস্তুগত ফলাফল

- সমস্ত মরশুমে প্রাত্যহিক গড় উপস্থিতি গানবাজনা এবং খেলাধূলার জন্য নির্ধারিত দিনে ৭৯ শতাংশে উন্নীত হয় এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে এই শতাংশ হল ৭৬।
- বিদ্যালয়-পরিত্যাগের হার ১৬.৭১ বা ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে যেখানে রাজ্যের গড় ৪৯ শতাংশ।
- ন্যূনতম শিক্ষার স্তর (এম.এল.এল) ভিত্তিক ভাষা ও অঙ্কের পরীক্ষায় প্রকল্পের আওতায় থাকা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকল্প বহির্ভূত থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে,
- স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষকেরা অঙ্ক, পরিবেশ, বিজ্ঞান, ভাষা, ভারতের মহান মানব-মানবী, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ৩৯টি ছড়া লিখেছেন,
- বহুবিধ খেলা, মজার খেলা, যোগ-ব্যায়াম, জিমন্যাস্টিকস এবং খালি হাতে ব্যায়ামের প্রকরণ তৈরী, পরীক্ষা ও ব্যবহার করা হয়েছে।
- পাঠক্রম ভিত্তিক স্বরলিপি সহ গান, [২] ও ছবিসহ খেলাধূলা সংক্রান্ত বিষয় নথিভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এই নথি প্রকাশ করেছে ও পশ্চিমবঙ্গের মোট ৫৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে বিতরণের মাধ্যমে তা প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

অবস্তুগত ফলাফল

- এক ধরণের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে—বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুরা সিনেমার গানের পরিবর্তে পাঠ্য বিষয়ের গান গুনগুন করে (পিতামাতারা কাম্য আচরণগত এই পরিবর্তনকে যথেষ্ট ইতিবাচক বলে রায় দিয়েছেন)।

---

২. অঙ্ক, বিজ্ঞান, পরিবেশ, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদির অবলম্বন করে লেখা গান।

- শিশু এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে এক নতুন ধরণের নিকটতর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।
- পিতামাতা-শিক্ষক এবং সংগীত ও ক্রীড়া প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকাদের পরস্পরের মধ্যে এক নতুন ধরণের ইতিবাচক যোগাযোগের সেতু গড়ে উঠেছে।
- বিদ্যালয়গুলিতে খেলাধূলা এবং সঙ্গীতের সরঞ্জামের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সংগীত ইত্যাদির প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকারা গ্রামেরই কর্মহীন যুবক/যুবতী। তাঁরা এক গ্রামীণ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছেন।
- সংগীত চর্চা ও খেলাধূলায় অংশ নেওয়ার জন্য অনেক বিদ্যালয়ে কমবয়সী ও ভর্ত্তি না হওয়া শিশুরা জড়ো হয়। ভবিষ্যতে নীট ভর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জমি এভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে।
- ২০ জন স্থানীয় গুণী যুবক/যুবতীকে চার বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।
- প্রকল্পাধীন ৪৩টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্লক স্তরে আন্তঃস্কুল খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় ৫০ শতাংশেরও বেশী পুরস্কার জিতে নিয়েছে।

গবেষণার কাঠামো

১৯৪৩ সালে শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রথম ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয়। সেই সময় থেকে আজ অবধি শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ে পরপর পাঁচটি সমীক্ষায় ৫০০০ উল্লেখযোগ্য গবেষণা পত্র সংগৃহীত হয়েছে। পরিশীলিত গবেষণা পদ্ধতি এবং পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহার যত হয়েছে সেই তুলনায় তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা কম হয়েছে। অতএব, বেশীরভাগ গবেষণারই কোনো ব্যবহারযোগ্যতা নেই। উদঙ্গ এর পরীক্ষা নিরীক্ষা উদ্যোগমুখীন গবেষণা প্রকল্প রূপে এক বিশেষ সমস্যার সমাধানকল্পে গ্রহণ করা হয়েছিল, নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল বৃহৎ মাত্রায় এবং সময়সীমাও দীর্ঘায়িত ছিল যাতে এর সম্ভাব্যতা (feasibility) এবং টিকে থাকার ক্ষমতা (sustainability) পরীক্ষা করা যায়।

গবেষক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমষ্টিগত প্রমাণসাপেক্ষ অনুমান [Participative Rural Appraisal Technique এর মাধ্যমে গড়ে তোলা - PRAT] ছিল ঃ

- অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে, শিশুরা যদি বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় জায়গা মনে করে তবে তারা বিদ্যালয় ছেড়ে যাবে না, এবং
- একঘেয়ে ও আঁটোসাটো গলা সাধার পদ্ধতি বা গা ঘামানোর ব্যায়াম ছাড়া গান-বাজনা ও খেলাধূলার সুযোগ পেলে বিদ্যালয় শিশুদের কাছে এক আকর্ষণীয় মিলন মেলায় রূপান্তরিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল

সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে সংগীত প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতেন। সমস্ত শ্রেণীর সব ছাত্র-ছাত্রীরা হয় খেলার মাঠে অথবা বিদ্যালয়ের আঙিনায় জড়ো হতো। প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকা হারমোনিয়াম ধরতেন এবং শিশুরা ছোট ছোট হাতে তুলে নিত ক্যারাকাস, খঞ্জনী বা মন্দিরা। প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকা গান শুরু করতেন এবং শিশুরা সমবেত কণ্ঠে, নিজেদের হাতের যন্ত্রে তাল মিলিয়ে, সে গান গাইত। অন্যান্য শিক্ষকেরা নজর রাখতেন। যে শিক্ষকদের সংগীতে দক্ষতা ছিল, তাঁরাও সংগীত প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকার সঙ্গে যোগ দিতেন। সকলে আনন্দে গান গাইতেন।

একইভাবে, ক্রীড়া প্রশিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতেন। শিশুরা শ্রেণী কক্ষের বাইরে বেরিয়ে আসত এবং যেখানে খেলার জায়গা পেত সেখানেই জড়ো হতো। শিশুদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হতো যাতে কোনো এক দল যখন ফুটবল খেলছে তখন অন্য দলগুলি ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ফ্রিসবি ইত্যাদি খেলতে পারে। খালি হাতে ব্যায়াম ও যোগাসনে প্রশিক্ষকদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় শিশুরা সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করত। অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের

খেলাধূলায় উৎসাহ ও পারদর্শিতা ছিল তাঁরাও এই ক্লাস পরিচালনায় অংশ নিতেন। আবারও আনন্দ উপভোগের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হতো।

সংগীত ও খেলাধূলার ঘন্টা বা পিরিয়ডগুলি বাদ দিলে বিদ্যালয় স্বাভাবিকভাবেই চলত। শিক্ষকেরা সকলেই মোটামুটি একই প্রক্রিয়ায় পড়াতেন— যে পদ্ধতিতে তাঁরা শিক্ষণ লাভ করেছেন অথবা যাতে তাঁরা অভ্যস্ত। প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকাদের অনেকেই শিক্ষিত ছিলেন, তাঁরা বাড়ীর কাজ এবং ক্লাস পরীক্ষার খাতা সংশোধনে শিক্ষকদের সহায়তা করতেন।

সংগীত এবং খেলাধূলার ঘন্টাগুলিতে বিদ্যালয়গুলি যেন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা বা খেল মেলায় রূপান্তরিত হত। পথ চলতি মানুষ, পিতামাতারা দাঁড়িয়ে দেখতেন - অনেকেই ভুলে যেতেন তাঁদের কাজের কথা। সংগীত এবং খেলাধূলার প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকারা শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের এতটাই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে বিদ্যালয়ের প্রায় সকলেই তাঁদের উপস্থিতির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত।

শিশুরা দূর থেকে তাঁদের চিনে নিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত এবং অনেক সময়ই দৌড়ে এসে তাঁদের সঙ্গে করে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসত। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এখনও অনেক শিশু তাদের প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকাদের জিজ্ঞাসা করে, কেন তাঁরা আর বিদ্যালয়ে আসেন না।

সংগীত এবং খেলাধূলা ঃ সাংস্কৃতিক যুক্তি ঃ

সংগীত এবং খেলাধূলাকে শিশুজীবনের স্বাভাবিক উপাদান মনে করা হয়। আমাদের সমাজে শিশুরা একেবারে শৈশব অবস্থা থেকেই বড়দের মুখে ঘুম পাড়ানি গান শুনে ঘুমাতে অভ্যস্ত। অতএব, স্থানীয় শিশুদের জীবনের সঙ্গে সংগীত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কল্পিত নানা খেলা - পুতুলঘর, পুতুল নিয়ে খেলা, নিজ লিঙ্গ অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালন ইত্যাদি হল গোড়ার দিকের মজার খেলা। ক্রমশঃ দৌড়ান, ফুট টেনিস, ফুটবল, নারকোল গাছের পাতার শক্তপোক্ত কান্ডকে ক্রিকেট ব্যাটের মত ব্যবহার করে দেশী ক্রিকেট, হাডুডু, ধাসা, সাঁতার কাটা ইত্যাদি স্থানীয় খেলাধূলাতে তারা অভস্ত হয়। যার সঙ্গে শিক্ষার মান বা বিদ্যালয়ে উপস্থিতির কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে, বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া এবং বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিশু বিদ্যালয়ের ঘন্টাগুলিতে এবং অন্য সময়েও এ জাতীয় খেলাধূলায় মেতে থাকে। এই কারণগুলি এই বিশ্বাস তৈরী করার জন্য যথেষ্ট যে বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও গান-বাজনা চালু করলে বিদ্যালয়গুলি শিশুদের ধরে রাখতে সমর্থ হবে। সংগীত ও খেলাধূলার অন্তঃসার নির্ধারণে সাংস্কৃতিক সাযুজ্য এবং প্রাসঙ্গিকতাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু কি ধরণের গান ? দার্শনিক অথবা সস্তা সিনেমার গান পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ছন্দবদ্ধ শিশু সংগীতকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। শুরু করা হয়েছিল হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন সব গান দিয়ে। পরে প্রাথমিক শিক্ষকেরা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত নানা বিষয়ে এবং স্থানীয় অবস্থা ভিত্তিক ছড়া, কবিতা লিখে আনেন। সংগীত প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকারা এগুলিতে সুরারোপ করতেন। বেশির ভাগ গানই দাদরা ও কাহারবার মত সম মাত্রায় বিভক্ত তালে বাঁধা হত, যার চলন ছন্দবদ্ধ এবং যা শিশুদের পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ। বিদ্যালয়ে হারমোনিয়াম, ক্যারাকাস, মন্দিরা ও খঞ্জনী সরবরাহ করা হয়েছিল — শেষ তিনটি বাদ্য যন্ত্র অনেক গুলি করে, যাতে সবাই কিছু না কিছু বাজাতে পারে। তার ফলে সমবেতভাবে কিছু করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়েছিল। বাদ্যযন্ত্র বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বিচার্য বিষয় ছিল আর্থিক অবস্থা নিরপেক্ষে সকলের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া।[৩]

---

৩. যেহেতু এটি মূলতঃ একটি দরিদ্র সমাজ তাই বাজনার যন্ত্র অথবা খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম তাদের কাছেই পৌঁছায় যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ, সারা গ্রামে একটি বা দুটি হারমোনিয়মই থাকতে পারে।

খেলাধূলা শুরু করা হয়েছিল ফুট টেনিস, ফুটবল এবং অন্যান্য স্থানীয় খেলা, যেমন, হাডুডু, খাসা প্রভৃতি দিয়ে। চারবছরে তা পরিপূর্ণ হয়ে ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিকেট, স্কিপিং, জিমনাস্টিকস্, লেজিম, খালি হাতে ব্যায়াম ইত্যাদি নানা শাখায় বিস্তৃত হয়। যোগ ব্যায়ামের কয়েকটি পদ্ধতি দেখানোর পর শিশুদের মধ্যে যোগ ব্যায়ামের প্রতি গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। যোগাভ্যাসের দ্বারা মানসিক শক্তিও বৃদ্ধি করা যায় এবং তা সরাসরি পাঠ্যবিষয় শিখতে সাহায্য করে। তাই যোগব্যায়ামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

> সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে গানবাজনা ও খেলাধূলা শুধু আনন্দের জন্যই ব্যবহৃত হবে। সংগীত ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে গলাসাধা বা শরীর গরম করার সাধারণভাবে ব্যবহৃত পন্থা প্রকল্পে নিষিদ্ধ ছিল। বিষয়বস্তুগত স্তর নিরপেক্ষে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী গানগুলি গাইত।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে সংগীত এবং খেলাধূলা দুই বিষয়ের জন্যই দুটি করে ক্লাস বরাদ্দ ছিল। শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে, স্কুলের নির্ঘণ্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উক্ত ক্লাস দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সংগীত ও ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের বর্তমান পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকারা যখনই বিদ্যালয়ে যেতেন, উপস্থিতি খাতার শরণাপন্ন না হয়ে মাথা গুনে তাঁরা শিশুদের উপস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করতেন। এই সুবাদে ঠিক কতজন শিশু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকত তার সঠিক তথ্য পাওয়া যেত। অবশ্য মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি খাতার তথ্যের সঙ্গে এই তথ্য মিলিয়ে দেখা হতো । প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়কেরা প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম তদারকি করতেন। সব তথ্য নথিকৃত (documentation) করার জন্য প্রকল্পে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত এক নথিকার (documentalist) ছিলেন যিনি গোটা পরীক্ষা নিরীক্ষার অসাধারণ প্রক্রিয়াক্রম নথিকরণ করেছেন (process documentation)

কর্মহীন যুবসমাজ ঃ এক সম্পদ

বাস্তবিকভাবে প্রকল্পটি চালনা করেছেন স্থানীয় কর্মহীন যুবক/যুবতীরা। সতেরো জন কর্মহীন পুরুষ ও মহিলাকে চার বছরের জন্য প্রকল্পের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। স্থানীয় মানুষ হওয়ার কারণে সংগীত ও খেলাধূলা বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ ও গুণপনার কথা সুবিদিত ছিল। যেহেতু আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ ধরণের গুণসম্পন্ন অল্পবয়সী মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা অনেক, সেই জন্য প্রকল্পে তাঁদের নিয়োগের আগে বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। মহিলা সংগীত তত্ত্বাবধায়ক একজন সুশিক্ষিতা এবং সংগীতের খ্যাতনাম্নী শিক্ষিকা। ক্রীড়া তত্ত্বাবধায়ক আন্তঃরাজ্য খেলাধূলার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল তারকা ছিলেন। প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকা এবং তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও, প্রকল্পে আরও একজন শিক্ষিতা কর্মহীনা যুবতীকে নথিকরণের কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

প্রকল্পের কর্মীদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনার ধরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে তাদের নানা ধরণের খেলাধূলা ও বস্তু-ভিত্তিক গানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ক্রীড়া প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকাদের জন্য শারীরিক পটুতা বজায় রাখা এবং যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ আবশ্যিক ছিল। সঙ্গীত প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকারা সপ্তাহে দুদিন অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হতেন — এই শিক্ষকেরা সুসংহত বৃন্দবাদন (Orchestra) দলের সদস্য ছিলেন।

অন্যান্য কার্যাবলী

ঘটনাক্রমে আরো কিছু কাজ হয়েছিল যা এই গবেষণা প্রকল্প এবং তার পরিণামকে প্রভাবিত করেছিল। যেহেতু প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষিকারা গড়ে পাঁচটি বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন, অনেক সময়ই আশপাশের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও একত্র হতো। এর ফলে সরকারী ও বেসরকারীভাবে এক স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছিল। আন্তঃবিদ্যালয় খেলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছিল। পরবর্ত্তী পর্যায়ে বড় ধরণের প্রতিযোগিতা সংগঠিত হয় যাতে ৬,০০০ শিশু তাদের ১৫০ জনেরও বেশী শিক্ষক সহ অংশগ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখযোগ্য হল — শিশু দিবস,

স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, বিজয়া সম্মিলনী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তী ইত্যাদি উদ্‌যাপন। বিদ্যালয় ভিত্তিক স্বতন্ত্র পরিচয়ের পরিবর্তে সমস্ত বিদ্যালয় ও গ্রাম ভিত্তিক এক নতুন সত্ত্বা গড়ে ওঠে।

বহু জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিশেষজ্ঞ গ্রামপুঞ্জ এবং প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। তাঁদের প্রেরণা আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছিল এবং তাঁদের পরামর্শ মধ্যকালীন ভুল-ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করেছিল।

প্রেক্ষাপট

৪৩টি সাধারণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৭ সালের চারটি শিক্ষাবর্ষ ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল (পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য)। চারবছরের আবর্তনটি আবশ্যিক ছিল যেহেতু এইসব বিদ্যালয়গুলিতে চার বছরের প্রাথমিক পাঠক্রম ব্যবস্থা বর্তমান। অতএব, খেলাধূলা ও সংগীতের ভিত্তিতে যে হস্তক্ষেপ ঘটানো হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ততঃ একটি দল তার সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল। একটি খাতায় প্রতিটি শিশুর নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সাল জুড়ে সেই নামগুলি মিলিয়ে দেখা হয়। কোন্ শিশু, কোন্ স্তরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করছে তা দেখার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

যদিও শিশুদের পারদর্শিতার মান উন্নয়ন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল না, তবু চতুর্থ শ্রেণীর ১৭১ জন নমুনা-ছাত্র-ছাত্রীর এম. এল. এল. ভিত্তিক অঙ্ক ও ভাষা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের পারদর্শিতার মানকে প্রকল্প বহির্ভূত নিকটবর্তী গ্রামগুলির সমপর্যায়ের অন্যান্য বিদ্যালয়ের ২৩১ জন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পারদর্শিতার মানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল।

উন্নয়নের নক্‌শা বা মডেল

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এই প্রকল্পটি 'ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভেলমেন্ট' (আই. ই. আর. এস. ডি) দ্বারা পরিচালিত বহু সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি। এই প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ পুনর্গঠনের জন্য একটি নকশা বা মডেল তৈরীর সযত্ন প্রয়াস করছিল। এই প্রকল্পেও মডেলটি-র কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয়।

মডেলটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক ত্রিস্তর নেতৃত্ব গড়ে তোলা যার কাজ হবে ঃ

- উন্নয়ন, অভিপ্রায় এবং প্রকল্প প্রণয়নের ধারণা গড়ে তোলা,
- প্রকল্পগুলি রূপায়নের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা এবং
- প্রকল্পটি কার্যকর করা।

প্রথম স্তরে নেতৃত্ব দান করেছিলেন উদঙ্গের একজন অনাবাসী গ্রামীণ মানুষ, যিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুবিদিত শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং আই. ই. আর. এস. ডি-র সভাপতি। গ্রামীণ দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বকে তিনি মূলতঃ ধারণাগত নেতৃত্ব দান করেন। অতএব, তিনি তাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেন। সামাজিক হস্তক্ষেপের ধারণা গড়ে তোলা ছাড়াও এই অনাবাসী মানুষটির অন্যতম ভূমিকা ছিল স্থানীয় নেতৃত্বের যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সনাতনী সীমাবদ্ধ চিন্তা ও আশা আকঙ্ক্ষা থেকে তাঁদের মুক্ত করা। মূল জোরটা ছিল আত্মসত্ত্বার ধারণার পরিবর্তন ঘটানোয়।

দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বে ছিলেন গভীর ভাবে সম্মানিত স্থানীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। বিশদ কার্যকর পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ছাড়াও, দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্ব মূলতঃ হস্তক্ষেপকে গ্রহণ করার পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন। দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্ব আভ্যন্তরীণ ভাবে নিজেদের মধ্যে দল গঠন করেন এবং তা তৃতীয়স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করেন।

তৃতীয় স্তরের নেতৃত্বে আছেন অন্যান্য শিক্ষিত এবং স্থানীয় যুব সমাজ, যাঁরা বাস্তবে নানা কার্যক্রম এবং প্রকল্প পরিচালনা করেন। এই স্তরে যে দল গড়ে উঠেছে তা সব চেয়ে সুসংগতিপূর্ণ এবং দৃঢ়।

উন্নয়নের এই মডেলের অন্যতম ফলশ্রুতি হল এই যে সেখানে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব প্রকৃত উপকার প্রাপকদের কাছে প্রায়শঃই অপরিচিত থাকেন। দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্বও তুলনামূলক ভাবে অপরিচিত। কিন্তু প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার সূত্রে তৃতীয় স্তরের নেতৃত্ব সমাজের কাছে সর্বাধিক পরিচিত।

এই মডেলটির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তা গ্রামীণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা দান করেছে। গ্রামীণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা কম্পুটার প্রশিক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অতিথিদের বরণ করেছেন, আধুনিক পেশাগত শিক্ষাক্রম পরিচালনা করেছেন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংক্রান্ত সম্মলনে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্রকল্পের নক্সা প্রস্তুত করা এবং তাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রণনীতিগত যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তা হল ঃ

- হস্তক্ষেপের পদ্ধতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের অংশগ্রহণ এবং পরবর্তী কালে বিদ্যালয়গুলির জন্য খেলাধূলা এবং সঙ্গীতের যন্ত্র তথা সাজসরঞ্জাম সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।[৪]
- স্থানীয় গ্রামীণ কর্মহীন যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের সঙ্গীত এবং খেলাধূলার ব্যাপারে আগ্রহ এবং প্রতিভা ছিল তাদের ব্যবহার করা।[৫]
- ক্রীড়া এবং সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়কগণ ও নথিকারেরা বিদ্যালয়ের কার্যাবলীতে অব্যাহত ভাবে নজর রাখতেন এবং 'হাওড়া রুরাল টিচার্স ফোরাম' - এর কার্যনির্বাহকেরাও মাঝে মাঝে খোঁজখবর করতেন। তত্ত্বধায়ক এবং নথিকারেরা প্রতিসপ্তাহে প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে যেতেন অথবা প্রতি সপ্তাহে না হলেও অন্ততঃ প্রতি পনেরো দিনে একদিন তাঁরা যেতেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় তাঁরা শুধু প্রশিক্ষকদের কাজের তত্ত্বধানই করতেন না উপরন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনাও করতেন।
- প্রশিক্ষকেরা প্রতি সপ্তাহে মিলিত হতেন পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এবং বিদ্যালয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন তাঁরা হতেন তা আপোষে মীমাংসার জন্য। এছাড়াও প্রাত্যহিক অথবা প্রায় প্রতিনিয়ত ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের শারীরিক পটুতা রক্ষার শিক্ষা এবং সঙ্গীত শিক্ষকদের সঙ্গীত অভ্যাস করতে হতো।
- প্রাতিষ্ঠানিক রণনীতির অংশ হিসেবে ফোরাম স্বেচ্ছায় বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট গবেষকদের গ্রাম পরিদর্শনে নিমন্ত্রণ করে থাকে। তাঁদের মন্তব্য এবং তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত পেয়ে গভীর ভাবে উপকৃত হয়।[৬]

---

৪. একটি কর্মশালায় প্রকল্পটি থেকে বিদ্যালয় পিছু কতটা প্রাপ্য তা প্রাথমিক শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রকৃত উৎসাহের উপর ভিত্তি করে তাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করা হয়েছিল। তারা খেলাধূলা এবং সঙ্গীত চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং সাজসরঞ্জামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন যা শুধু টিকে থাকতে সক্ষম তাই নয়, অনেক বেশি অর্থপূর্ণ বটে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা তাঁদের অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বের বিষয়ে গর্বিত ছিলেন।

৫. কর্মহীন যুবক যুবতীরা অনেক সময়েই তাদের পিতামাতার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং সমাজও তাদের দিকে নিচু দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সঙ্গীত এবং খেলাধূলায় দক্ষতা সংক্রান্ত পরীক্ষার ভিত্তিতেই তাদের প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেছে। জনপিছু সন্নিহিত গ্রামের তিন থেকে পাঁচটি বিদ্যালয়ে তারা কাজ করতো। তারা শুধু প্রকল্পের কাজে চূড়ান্তভাবে নিবেদিত ছিল তাই নয় নিজেদের নবলব্ধ পরিচিতি এবং আত্মবিশ্বাস তাদের বহুমূল্য গ্রামীণ সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলেছিল। তারা গ্রামীণ রাস্তা তৈরী এবং রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যালয় গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক কার্যাবলী, স্থানীয় খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের সহায়তার হাত প্রসারিত করেছিল। এই তরুণ যুবক যুবতীরা ক্রমে কর্মরত শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল এবং এখন তারা পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়।

৬. এই প্রকল্প পরিদর্শনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বরিষ্ঠ প্রশাসকেরা এসেছেন। ইউনেস্কো, বাংলাদেশ, কানাডা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকেও বিশেষজ্ঞেরা এসেছেন। তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং স্থানীয় নেতৃত্ব তথা প্রকল্পের কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়াও তাঁদের বহুমূল্য মতামত ভুলত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যকরী দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।

ধারাবাহিক পুনর্মূল্যায়ন

প্রকল্পের কর্মীরা নিজস্ব উদ্যোগে, দ্বিতীয় বছরের শেষে প্রকল্পের কার্যকলাপ বিষয়ে শিক্ষক, ছাত্র এবং পিতা-মাতাদের প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ক্যাসেটে তাঁদের সাক্ষাতকার ধরে রাখা হয়েছিল। ফলাফল ছিল যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। নিজস্ব আত্মসন্তুষ্টিমূলক ভবিষ্যৎ বাণীর প্রভাব-মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত এবং বুনিয়াদি শিক্ষা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে একটি অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। এক গরিষ্ঠসংখ্যক পিতা-মাতার বক্তব্য ছিল যে প্রকল্পের কার্যাবলীর ফলে

- শিশুরা বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে,
- বাড়ীতে তাদের আচার আচরণে পরিবর্তন ঘটেছে এবং
- শিশুদের শিক্ষার উন্নতি ঘটেছে।

অনেক পিতা-মাতাই এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে তাঁদের সময় কেন এধরণের বিদ্যালয় ছিল না। "তখন যদি (বিদ্যালয়ে) এ ধরণের কাজকর্ম হত, তবে আমি বিদ্যালয় ছেড়ে যেতাম না।" ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, প্রকল্পের পুনর্মূল্যায়নের দায়িত্ব 'টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্সেস্' মুম্বাই এর হাতে অর্পণ করেছেন। আনুষ্ঠানিক ফলাফলের অপেক্ষায় আছি, যদিও প্রাথমিক ইঙ্গিতগুলি যথেষ্ট সন্তোষজনক।

অর্থনীতি ঃ
একটি লাভজনক অভিজ্ঞতা

চার বছরে প্রকল্পের জন্য মোট সরকারী খরচ হয়েছিল ১৫.৪৭ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে এন. আই. ই. পি. এ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ছিল ২০,০০০.০০ টাকা। কর্মচারীদের কাজের সময়, ভাড়া, পরিবহন, খাতাপত্র ও লেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রভৃতি খাতে পরোক্ষ স্থানীয় ব্যয়ের পরিমাণ ১.৫০ লক্ষ টাকা।

নির্দিষ্ট উপাদান ভিত্তিক প্রত্যক্ষ ব্যয়ের বিভাজন নিম্নরূপ।

১.	বেতন	৯.৬৪ লক্ষ টাকা
২.	খেলাধূলা এবং সংগীতের যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম	৪.৮৩ লক্ষ টাকা
৩.	কম্প্যুটারকরণ এবং অন্যান্য	০.৮০ লক্ষ টাকা
৪.	তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলন	০.২০ লক্ষ টাকা

পরীক্ষা নিরীক্ষার আর্থিক লাভগুলি হল ঃ

• এই প্রকল্পে শিশু পিছু মাসিক ব্যয় হয়েছে ৫ টাকা অর্থাৎ বাৎসরিক হিসাবে ৬০ টাকা। বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার ৪৯ % থেকে ১৭ % এ কমিয়ে এনে এই প্রকল্প ৩২ % , অর্থাৎ ১,৯৫২ জন শিশুর বিদ্যালয় পরিত্যাগ এবং অশিক্ষার অন্ধকারে ফিরে যাওয়ার সম্ভবনা রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিশুপিছু বার্ষিক ১,০০০ টাকা খরচের চলতি হিসাব অনুযায়ী, বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার সুপ্ত সম্ভবনাযুক্ত ১,৯৫২ জন শিশুর চারবছরের শিক্ষা খাতে খরচ হওয়া মোট-৭৮ লক্ষ টাকা অন্যথায় বিফলে যেত। অর্থাৎ নীট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২.৫৩ লক্ষ টাকা। অন্যভাবে বলতে গেলে, ৬০ টাকা ব্যয় করে, প্রতি ছাত্র/ছাত্রী প্রতি ১,০০০ টাকা বাঁচানো গেছে। অতএব, এই প্রকল্পকে খরচের দিক থেকে বিচার না করে বিনিয়োগের দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে।

• পর্যায় অতিক্রমণের বর্তমান হার অনুসারে ৯০ শতাংশেরও বেশী, অর্থাৎ, বিদ্যালয় পরিত্যাগের সুপ্ত সম্ভাবনাযুক্ত ১,৯৫২ জন শিশুর মধ্যে অন্ততঃ ১,৭৫০ জনের প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ প্রাথমিকস্তরে উত্তরণ ঘটবে। এদের মধ্যে যদি

এক তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রীও মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তবে ৫০০ জনেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী অশিক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে যাবার পরিবর্তে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করবে। এদের মধ্যে যদি দশ শতাংশও বিশেষ মেধা সম্পন্ন হয়, তাহলে অন্ততঃ ৫০ জন শিশু বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যোগ দেবে।

• প্রকল্পের অধীনে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে চারবছরের জন্য অন্ততঃ ২০ জন কর্মহীনের কর্মসংস্থান হয়েছিল। তাদের মাথা পিছু রোজগারের পরিমাণ ছিল ৪৮,০০০.০০ টাকা, যা গ্রামবাসীদের পক্ষে বেশ ভাল পরিমাণ অর্থ। এর ফলে তাদের দরিদ্র পিতা-মাতারাও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন।

• যেহেতু, খেলাধূলা ও সংগীতের যন্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা প্রশিক্ষকেরাই করেছিলেন তাই সেগুলির গুণগত মান রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে ঠিকাদারদের যোগান দেওয়া জিনিষের থেকে উন্নততর ছিল। এই ব্যয় আর্থিক ভাবে দক্ষ।

• যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামসমূহ হারিয়ে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়ার ভয় ব্যতিরেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর ফলে সম্পদের কাম্য ও দক্ষ ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল।

কল্পকাহিনী চূর্ণ হল

এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিকে স্কুলছুট সংক্রান্ত বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা নিম্নরূপ ঃ

- বিদ্যালয় পরিত্যাগ আবশ্যিক অশুভ কিছু নয়। তা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব না হলেও তার স্রোত রোধ করা সম্ভব।
- বিদ্যালয় পরিত্যাগ আবশ্যিক ভাবে দারিদ্রের অপেক্ষক (function) নয়, যদিও এই বোধ এবং বিশ্বাসই সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত। এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ধরণের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্কুল ছুটের হার কমানো সম্ভব। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা মূলতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত পরিবেশ ও কার্যাবলীর অপেক্ষক।
- আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা হল যে প্রথম শ্রেণীতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের ঘটনা সর্বাধিক।[৭]
- সমাজ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন নয়। প্রকল্পের প্রতিভাসম্পন্ন যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সমাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে শিশুদের ধরে রাখার ভিত্তিতে পাঠ্য বিষয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন সম্পর্কিত কোন ভবিষ্যত বাণী করা আবশ্যিক ভাবে সম্ভব নয়।[৮]

উপসংহার

এই অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হওয়া যায় ঃ

- প্রাথমিকে স্কুলছুটের ধারা রোধ করা সম্ভব এবং তা শিক্ষার পরিবেশ এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে অনেক দক্ষভাবে করা সম্ভব। এটি ব্যয় সংকোচের দিক থেকেও অনেক বেশী দক্ষ পরিবর্ত। রীতিসম্মত অথচ অবয়বীকৃত হস্তক্ষেপের সুগভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন।
- রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গৃহীত কার্যসূচীর রূপায়নের পদ্ধতি অপেক্ষা বিদ্যালয়গুলিকে সম্পদশালী করার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত অংশগ্রহণী প্রক্রিয়া বেশী কার্যকর। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং সামাজিক অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলা যায়।
- গ্রামীণ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিভাসম্পন্ন কর্মহীন যুবসম্প্রদায় এক মহৎ সুপ্ত সম্পদ। সরকারের এ বিষয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন।

---

৭. প্রথম শ্রেণীতে বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার ছিল ২৯ % যেখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শেষে এই হার ছিল যথাক্রমে ৩৩ % এবং ৩৮ % । আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এই গ্রামগুলিতে পাঁচ, ছয় বা এমনকি সাত বছরের শিশুরা সাংসারিক বা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত নয়। এসব কাজে সাত বা আট বছরের ছেলেরা জড়িত থাকে। ছোট পরিবারের স্বপক্ষে প্রচারাভিযান সহ আরো নানা কারণে পরিবারের আয়তন এই গ্রামগুলিতে হ্রাস পেয়েছে। বড় মেয়েদের প্রায়শঃই কোনো ভাই-বোনের পরিচর্যা করতে হয় না। উপরন্তু এই গ্রামগুলিতে অনেক প্রজন্ম একত্রে বসবাসকারী একান্নবর্তী পরিবার বর্তমান।

৮. এম. এল. এল. ভিত্তিক পরীক্ষায় চতুর্থশ্রেণীর নমুনা ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক এবং ভাষা পত্রে অর্জিত নম্বরের গড় শতাংশ ছিল যথাক্রমে ২৭ % এবং ৪৭ %। প্রকল্পের অধীনস্থ এবং বহিরস্থ ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতার মানে বিশেষ কোনো হেরফের লক্ষ্য করা যায় নি। নিম্ন দক্ষতার মান, বিশেষতঃ অঙ্কে, গভীর উদ্বেগের বিষয়।

সারণী ঃ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ৪৩টির মধ্যে ৩৯ টি বিদ্যালয়ের বিশদ তথ্য

বিষয়াবলী	১৯৯৩	১৯৯৭
এক শিক্ষক চালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	০	০
দুই শিক্ষক চালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬	৫
তিন শিক্ষক চালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৫	১১
চার বা ততোধিক শিক্ষক চালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৮	২৩
দুই ঘর বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	০৭	০৭
তিন ঘর বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১০	০৮
চার বা ততোধিক ঘর বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১১	১৪
বিদ্যালয় প্রতি শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা	২.৪৩	২.৫৬
প্রসাধনের সুবিধাযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	০১	০১
প্রস্রাবাগারের সুবিধাযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	০৪	০৪
বিদ্যুতের সুবিধাযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	০১	০২
অফিসঘরের সুবিধাযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৮	১৭
বিদ্যালয়ের মোট বোর্ডের সংখ্যা	১২৬	১৭১
বিদ্যালয়ের মোট চেয়ারের সংখ্যা	১৫৫	২২৯
বিদ্যালয়ের মোট টেবিলের সংখ্যা	১৩৮	১৯৯
বিদ্যালয়ের মোট বেঞ্চির সংখ্যা	৬৫৯	৬৩৯
পানীয় জল সহজলভ্য এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৮	১৭
খেলার মাঠযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৯	১৯
সংগীত যন্ত্র আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	০০	৩৯*
খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২২*	৩৯*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

- ১৯৯৩ সালে ২২টি বিদ্যালয়ে লাফ দড়ি এবং টেনিকেটসেট ছিল।
- ১৯৯৭ সালে সমস্ত বিদ্যালয়ে সংগীত যন্ত্র হিসাবে হারমোনিয়াম, ক্যারাকাস, খঞ্জনী এবং মন্দিরা ছিল এবং খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম হিসাবে ছিল ফুটবল, ক্রিকেট সেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, লেজিম, লাফদড়ি, টেনিকেট, ফ্রিসবি, খেলার পোষাক, যোগাসনের চার্ট ইত্যাদি। এসবই প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছিল।

ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আই ই আর এস ডি)

- ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন, রুরাল স্টাডিজ এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আই ই আর এস ডি) ১৮৬০ সালের সোসাইটিস্ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট এর অধীনে নথিভুক্ত হাওড়া রুরাল টিচার্স ফোরাম নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দ্বারা স্থাপিত হয়। ইনস্টিটিউটের মুখ্য কার্যালয় উদঙ্গ গ্রামে অবস্থিত। গবেষণা ও বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে আই ই আর এস ডি গ্রামীণ সমাজের সর্বাত্মক উন্নয়নে নিবেদিত।

- আই ই আর এস ডি নিজস্ব প্রকল্পাধীন এলাকায় অণু-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রায় ৫০,০০০ মানুষ সম্পর্কে কম্প্যুটারকৃত বিশাল তথ্য ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করে। পৃথিবীর এই অংশে এটিই এ ধরণের একমাত্র গ্রামীণ তথ্য ব্যবস্থা। এটি অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান জোস নিউজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

- ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে নতুন দিল্লীতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায়, আই ই আর এস ডি 'এডুকেশন ইন্ডিয়া, দি নেক্সট মিলেনিয়াম' শীর্ষক এক বিশাল বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। প্রাধানমন্ত্রী, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং অন্যান্য জনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সম্মেলনকে সম্বোধিত করেছিলেন। সম্মেলনটিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্তির ৫০ বৎসর উদ্‌যাপনে শিক্ষা ক্ষেত্রের অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। সমস্ত জাতীয় সংবাদপত্র, বেশ কয়েকটি দেশের আন্তর্জাতিক প্রকাশনা, বেতার এবং দূরদর্শনের সরকারী ও বেসরকারী চ্যানেলে এই সম্মেলনের কথা প্রকাশিত/প্রচারিত হয়েছিল। এই সম্মেলন নিয়ে তিন খন্ডের বিশাল প্রতিবেদন ও কার্যবিবরণী ভারতবর্ষ ও বিদেশের বহু প্রধান গ্রন্থাগারের বিশিষ্ট সংগ্রহ।

- আই ই আর এস ডি-র পরবর্তী বৃহৎ প্রকল্পটি হল "এডুকেশন ইন্ডিয়া. দি ফিফ্‌টি ইয়ার্স্ -" ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ।

- ভারতবর্ষে সর্বকালের সর্ববৃহৎ পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনার কৃতিত্ব আই ই আর এস ডি-র প্রাপ্য। গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৪০৩ জন শিশু ও ১৫০ জনের অধিক শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নিয়ে দীর্ঘ চার বছর ধরে এই গবেষণা প্রকল্প চালানো হয়েছিল।

- আই ই আর এস ডি-র পরবর্তী তথা পর্যায়ক্রমিক পঞ্চম প্রকল্প হল ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নতির জন্য 'ইন্ডিয়ান স্কুল এডুকেশন' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশনা।

- সাধারণ ভাবে সমাজ এবং বিশেষভাবে শিক্ষার উন্নতির একমাত্র লক্ষ্যে আই ই আর এস ডি বিভিন্ন প্রতিবেদন, পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনা সহ অন্যান্য জ্ঞান বিস্তারকারী উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে।

গ্রাম ও ডাকঘর - উদঙ্গ; জেলা - হাওড়া
পিন - ৭১১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ যোগাযোগ ঃ ৯১-১১-৬১০ ২৩১১